

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ বিদ্যুৎ (নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) সুবিধার আওতায় এসেছে। চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ১৬,০৪৬ মেগাওয়াট (নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং ক্যাপটিভসহ)। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ১০,০৮৪ মেগাওয়াট (১৯ মার্চ ২০১৮) বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া ২০১৫-১৬ অর্থবছরে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছিল ৫২,১৯৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার। পরবর্তীতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫৭,২৭৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ৯.৭৩ শতাংশ বেশি। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের (ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত) নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩১,২১৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার। এর মধ্যে ৪৯.৩৬ শতাংশ সরকারি খাত, ৪২.৬৮ শতাংশ বেসরকারি খাত এবং ৭.৯৬ শতাংশ আমদানি উৎস থেকে পাওয়া গেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সঞ্চালন লাইনের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দেশে মোট সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ১০,৬৮০.৬৪ সার্কিট কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুতের সঞ্চালন ও বিতরণ সিস্টেম লস ২০০৯-১০ অর্থবছরের ১৫.৭৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০১৮ এ দাঁড়িয়েছে ১১.০০ শতাংশে। বর্তমানে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ৪,৩৪,০০০ কিলোমিটার এবং গ্রাহক সংখ্যা ২ কোটি ৮২ লক্ষ। বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারের মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ২০২১ ও ২০৩০ সালে বিদ্যুতের চাহিদা বিবেচনায় রেখে তা পূরণের জন্য স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০২১ সালে ২৪,০০০ মেগাওয়াট ও ২০৩০ সালে ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান (পিএসএমপি) ২০১৬ অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৬০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। অপরদিকে, প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৭১ শতাংশ পূরণ করছে। মোট আবিষ্কৃত ২৭টি গ্যাস ক্ষেত্রে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৫.২২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং জানুয়ারি ২০১৮ সময়ে উত্তোলনযোগ্য নীট মজুদের পরিমাণ ১২.৫৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১২.২১ লক্ষ মেট্রিক টন। প্রাকৃতিক গ্যাস ও জ্বালানি তেলসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এবং দেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণ (fuel diversification) বিশেষ করে প্রাকৃতিক গ্যাসসহ জ্বালানির দক্ষ ও সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ খাত

বর্তমানে দেশের মোট জনগণের শতকরা ৯০ জন বিদ্যুৎ সুবিধার (নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) আওতায় এসেছে। বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ খাতে তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে বর্তমানে বিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ক্যাপটিভসহ ১৬,০৪৬ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে ব্যাপক উন্নয়নের পেছনে রয়েছে যুগোপযোগী বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা, বেসরকারি খাতে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে উৎসাহ ও প্রণোদনার ব্যবস্থাকরণ এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ আমদানির ব্যবস্থা গ্রহণ। বর্তমানে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৪৩৩ কিলোওয়াট ঘন্টা দাঁড়িয়েছে। বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণসহ শতভাগ বিদ্যুতায়ন

কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর ফলে বর্তমানে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ৪,৩৪,০০০ কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে এবং গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৮২ লক্ষ। সার্বক্ষণিক মনিটরিং ও মূল্যায়নের ফলে বিদ্যুৎখাতের পারফরমেন্স উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সিস্টেম লস ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১১.০০ শতাংশে নেমে এসেছে যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে ছিল ১৫.৭৩ শতাংশ। আগামী ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল নাগরিককে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন এবং সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। সরকারের ভিশন ২০২১ অর্জনের লক্ষ্যে ২০২১ সালের মধ্যে ২৪,০০০ মেগাওয়াট, ২০৩০ সালে ৪০,০০০ মেগাওয়াট ও ২০৪১ সালে ৬০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে।

ক. বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা

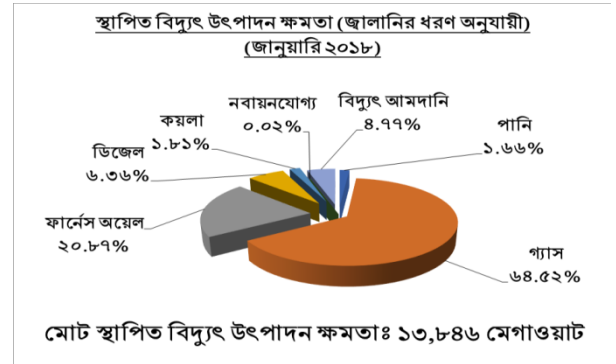
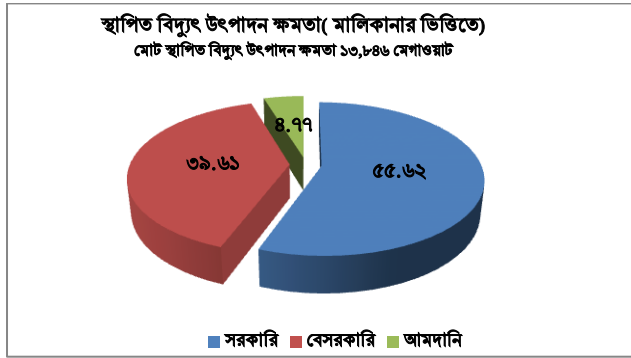
বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা

২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশে সরকারি খাতে ৭,৫৮২ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৫,৩৭৩ মেগাওয়াট ও আমদানিকৃত ৬০০ মেগাওয়াটসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১৩,৫৫৫ মেগাওয়াট। বর্তমান ২০১৭-১৮ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত) এ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে সরকারি খাতে ৭,৭০১ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৫,৪৮৫ মেগাওয়াট এবং ভারত হতে ৬৬০ মেগাওয়াট আমদানিসহ

মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ১৬,০৪৬ (২,২০০ মেঃঃ কাপটিভসহ) মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে। অদ্যাবধি সর্বোচ্চ ১০,০৮৪ মেগাওয়াট (১৯ মার্চ ২০১৮) বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে (জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত) সরকারি-বেসরকারি খাত ও জ্বালানির ভিত্তিতে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা নিম্নে লেখচিত্র ১০.১ এর মাধ্যমে দেখানো হলো:

লেখচিত্র ১০.১ স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা



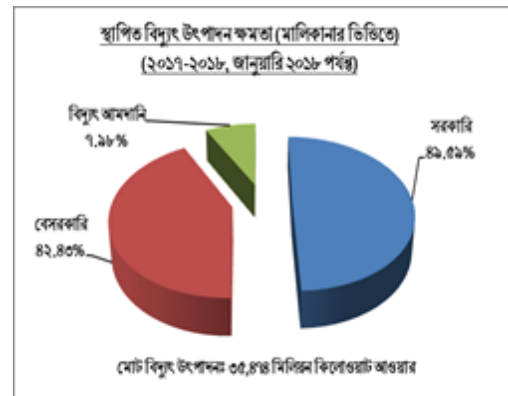
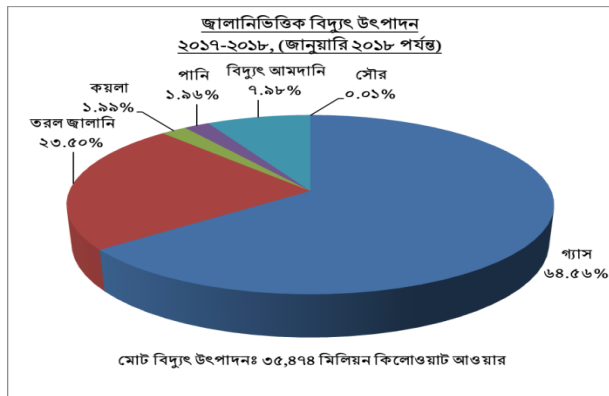
উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। * জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত।

বিদ্যুৎ উৎপাদন (মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা)

২০১৫-১৬ অর্থবছরে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫২,১৯৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার। পরবর্তীতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫৭,২৭৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ৯.৭৩ শতাংশ বেশি। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত সরকারি খাতে ১৫,৪০৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার এবং বেসরকারি খাতে (আইপিপি, এসআইপিপি, রেন্টাল, আরইবির আইপিপি এবং বিদ্যুৎ আমদানিসহ) ১৫,৮০৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ মোট ৩১,২১৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার নীট বিদ্যুৎ

উৎপাদিত হয়েছে। নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৪৯.৩৬ শতাংশ সরকারি খাতে, ৪২.৬৮ শতাংশ বেসরকারি খাতে উৎপাদিত হয়েছে এবং ৭.৯৬ শতাংশ বিদ্যুৎ পার্শ্ববর্তী দেশ হতে আমদানি করা হয়েছে। জ্বালানির উপর ভিত্তি করে নীট উৎপাদনের ৬৩.৬৮ শতাংশ গ্যাসভিত্তিক, ২.০৮ শতাংশ জলবিদ্যুৎ, ১.৫৭ শতাংশ কয়লাভিত্তিক ৭.৯৬ শতাংশ, আমদানিকৃত বিদ্যুৎ, ২৪.৭০ শতাংশ তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও ০.০১ শতাংশ সৌরভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে (জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত) সরকারি-বেসরকারি খাতে ও জ্বালানির ভিত্তিতে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন লেখচিত্র ১০.২ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

লেখচিত্র ১০.২ বিদ্যুৎ উৎপাদন



সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন

স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেও অনেক দিনের পুরাতন প্ল্যান্টের ক্ষমতা হ্রাস, বিতরণ ও সঞ্চালন লাইনের সীমাবদ্ধতা এবং গ্যাস সরবরাহে ঘাটতির জন্য গত কয়েক বছরে দেশের প্রকৃত বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়নি। বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০০৯-১০ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ৪,৬০৬ মেগাওয়াট থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে (১৯ মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত) সর্বোচ্চ ১০,০৮৪ মেগাওয়াটে উন্নীত হওয়ায় (১৯ মার্চ ২০১৮) বিদ্যুতের চাহিদা অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। নিম্নে ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ (১৯ মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত) স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও সর্বোচ্চ উৎপাদন সারণি ১০.১ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.১: স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন

অর্থবছর	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	সর্বোচ্চ উৎপাদন (মেগাওয়াট)
২০০৯-১০	৫২৭১	৪৬০৬
২০১০-১১	৬৬৩৯	৪৮৯০
২০১১-১২	৮১০০	৬০৬৬
২০১২-১৩	৯১৫১	৬৪৩৪
২০১৩-১৪	১০৪১৬	৭৩৫৬
২০১৪-১৫	১১৫৩৪	৭৮১৭
২০১৫-১৬	১২৩৬৫	৯০৩৬
২০১৬-১৭	১৩৫৫৫	৯৪৭৯
২০১৭-১৮*	১৩৮৪৬	১০০৮৪

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ। *১৯ মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার

২০০৯-১০ অর্থবছরে সরকারি খাতের বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে মোট ১,৬৬,৫৫৭ মিলিয়ন ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ২,১৫,৮৯৫ মিলিয়ন ঘনফুটে দাঁড়িয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে কয়লা প্রথম জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এসে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার দাঁড়ায় ৫,৮৭,০০০ টন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ব্যবহৃত ফার্নেস অয়েল ও ডিজেলের পরিমাণ যথাক্রমে ৫১৩ ও ৩৪৮ মিলিয়ন লিটার। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে (জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত) গ্যাস ব্যবহার হয়েছে ১,০৪,৯১৮ মিলিয়ন ঘনফুট এবং ফার্নেস অয়েল ও ডিজেল ব্যবহৃত হয়েছে যথাক্রমে ৩৬৩ ও ৩৬০ মিলিয়ন লিটার।

ব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানির ব্যবহার সারণি ১০.২ এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১০.২: সরকারি খাতের বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রাকৃতিক গ্যাস ও জ্বালানির ব্যবহার

অর্থবছর	প্রাকৃতিক গ্যাস (মিলিয়ন ঘনফুট)	কয়লা (হাজার টন)	তরল জ্বালানি (মিলিয়ন লিটার)	
			ফার্নেস অয়েল	এইচএসডি, এসকেও এবং এলডিও
২০০৯-১০	১৬৬৫৫৭	৪৮০	৯১	১২৫
২০১০-১১	১৫০০৩১	৪১০	১১৯	১৩৮
২০১১-১২	১৫১০৪৮	৪৪৯	১৭২	৬০
২০১২-১৩	১৭৫৯৪৫	৫৯০	২৬৬	৩৫
২০১৩-১৪	১৮৩৫২২	৫৩৯	৪২৪	১৭৫
২০১৪-১৫	১৮০৭৬৫	৫২২	৩৭৮	২৯১
২০১৫-১৬	২০৭৮৩৮	৪৮৯	৪৩৯	২৩৮
২০১৬-১৭	২১৫৮৯৫	৫৮৭	৫১৩	৩৪৮
২০১৭-১৮*	১০৪৯১৮	২৫০	৩৬৩	৩৬০

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ *জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত।

বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সরকারি বিদ্যুৎ খাতের সার্বিক উন্নয়নে সংস্কারের পাশাপাশি বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনা পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান (পিএসএমপি) প্রণয়ন করেছে। এই মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২১ ও ২০৩০ সালে ডিম্যান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট বিবেচনায় বিদ্যুতের চাহিদা দাঁড়াবে যথাক্রমে ১৯,০০০ মেগাওয়াট ও ৩৩,০০০ মেগাওয়াট। এ চাহিদা পূরণের জন্য স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ২০২১ সালে ২৪,০০০ মেগাওয়াট ও ২০৩০ সালে ৪০,০০০ মেগাওয়াট এ উন্নীত করতে হবে। উক্ত চাহিদা পূরণের জন্য সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ ও সঞ্চালন লাইন বৃদ্ধির প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপে রয়েছে। বর্তমান পরিকল্পনা অনুসারে ২০১৭ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রায় ১১,২১৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হবে বলে আশা করা যায়। ২০১০ সালে প্রণীত IPSMP হালনাগাদ করে বর্তমানে IPSMP ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। আগামী ২০৪১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎখাত উন্নয়নে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি সার-সংক্ষেপ সারণি ১০.৩- এ উল্লেখ করা হলোঃ

সারণি ১০.৩ বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০১৮ (ফেব্রুয়ারি)	২০২১ (পিএসএমপি ২০১০)	২০৩০ (পিএসএমপি ২০১০)	২০৪১ (পিএসএমপি ২০১৬)
১	স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	১৬০৪৬*	২৪০০০	৪০০০০	৬০০০০
২	ডিএসএম সহ বিদ্যুৎ চাহিদা (মেঃ ওঃ)	৯৫০০-১০০০	১৯০০০	৩৩০০০	৫২০০০
৩	সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কিঃ মিঃ)	১০৬৮০	১২০০০	২৭৩০০	৩৪৮৫০
৪	গ্রীড উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ)	৩১৯৯৮	৪৬৪৫০	১২০০০০	২৬১০০০
৫	বিতরণ লাইন (কিঃ মিঃ)	৪৩৪০০০	৪৭৮০০০	৫২৬০০০	৫৩০০০০
৬	মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন (কিঃওঃঘঃ)	৪৩৩	৭০০	৮১৫	১৪৭৫
৭	বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত জনসংখ্যা	৯০%	১০০%	১০০%	১০০%

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ। *ক্যাপটিভসহ (২,২০০ মেগাওয়াট)

নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প

বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে অনেকগুলো প্রকল্প নির্মাণাধীন আছে। এ সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্র ২০২১ সালের মধ্যে উৎপাদনে যাবে বলে আশা করা যায়। বর্তমানে সরকারি খাতে মোট ৭,৩১৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৮টি এবং বেসরকারি খাতে মোট ৭,১০৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩৬টি সহ সর্বমোট ১৪,৪১৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৫৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে। নির্মাণাধীন প্রকল্পগুলোর মধ্যে সরকারি খাতে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ

- সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি
- বিবিয়ানা ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (৩য় ইউনিট)
- খুলনা ৩৩৬ মেগাওয়াট সিসিপিপি
- সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি (২য় ও ৩য় ইউনিট)
- মাতারবাড়ী ১২০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি
- ঘোড়াশাল ২০৬ মেগাওয়াট সিসিপিপি
- বিবিয়ানা দক্ষিণ ৩৮৩ মেগাওয়াট সিসিপিপি
- পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক
- বিআইএফ পাওয়ার কোম্পানি লিঃ এর ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক
- বড় পুকুরিয়া ২৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র (৩য় ইউনিট)

বেসরকারি খাতে নির্মাণাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ

- মাওয়া, মুন্সিগঞ্জ ৫২২ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প

- খুলনা ৬৩০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প
- গাজীপুর ৩০০ মেগাওয়াট
- সিরাজগঞ্জ ৪১৪ মেগাওয়াট
- ঢাকা ৬৩৫ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক
- চট্টগ্রাম ১২২৪ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক

খ. বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি)

বাংলাদেশের জাতীয় গ্রীডের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতে সঞ্চালন ব্যবস্থাপনায় সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সারাদেশে ৪০০ কেভি, ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি লাইনের মাধ্যমে সঞ্চালন করা হয়। ১৯৯৬ সালে পিজিসিবি গঠিত হবার সময় দেশে ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল যথাক্রমে ৮৩৮ সার্কিট কিঃমিঃ ও ৪,৭৫৫ সার্কিট কিঃমিঃ। সঞ্চালন অবকাঠামো উন্নতির ফলে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত জাতীয় গ্রিডে ৫৫৯.৭৫ সার্কিট কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন, ৩,৩২৪.৯৯ সার্কিট কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন ও ৬,৭৯৫.৮৯ সার্কিট কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন সংযুক্ত আছে। এছাড়া পিজিসিবি'র ৫০০ মেঃওঃ ক্ষমতার ১টি HVDC (High Voltage Direct Current) Back-to-Back স্টেশন, ১,৫৬০ এমভিএ ক্ষমতার ২টি ৪০০/২৩০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র, ৬৫০ এমভিএ ক্ষমতার ১টি ৪০০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র, ১১,৪৮৫ এমভিএ ক্ষমতার (পিজিসিবিঃ ৯,৬৭৫ এমভিএ ও

অন্যান্য সংস্থাঃ ১,৮১০ এমভিএ) ২৪টি ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র (পিজিসিবিঃ ১৯টি ও অন্যান্য সংস্থাঃ ৫টি) ও ১৮,৩০৩.১ এমভিএ ক্ষমতার (পিজিসিবিঃ ১৫,০৪৫.৫ এমভিএ ও অন্যান্য সংস্থাঃ ৩,২৫৭.৬ এমভিএ) ১১৭টি ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র (পিজিসিবিঃ ৯১টি ও অন্যান্য সংস্থাঃ ২৬টি) কার্যকর আছে। বর্তমানে দেশে মোট সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ১০,৬৮০.৬৪ সার্কিট

কিলোমিটার, বিদ্যুৎ বিভাগের সংস্থাসমূহ ও বেসরকারি খাত মিলিয়ে সর্বমোট ১৪৪টি গ্রিড উপকেন্দ্রের (পিজিসিবিঃ ১১৩টি ও অন্যান্য সংস্থাঃ ৩১টি) মোট ক্ষমতা ৩১,৯৯৮.১ এমভিএ (পিজিসিবিঃ ২৬,৯৩০.৫ এমভিএ ও অন্যান্য সংস্থাঃ ৫,০৬৭.৬ এমভিএ)। সারণি ১০.৪ এ বছর ভিত্তিক পিজিসিবি কর্তৃক বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার অবকাঠামো উন্নয়ন দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.৪ বছরভিত্তিক পিজিসিবি কর্তৃক বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার অবকাঠামো উন্নয়ন

অর্থবছর	সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কিঃমিঃ)			৪০০ কেভি HVDC স্টেশন		৪০০/২৩০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র		২৩০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র		১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র	
	৪০০ কেভি	২৩০ কেভি	১৩২ কেভি	সংখ্যা	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)
২০০৯-১০	-	২,৬৪৭.৩০	৫,৬৭০.৩০	-	-	-	-	১৩	৬,৩০০	৭৫	৭,৮৪৪
২০১০-১১	-	২,৬৪৭.৩০	৬,০১৮.০০	-	-	-	-	১৩	৬,৬৭৫	৮১	৮,৪৩৭
২০১১-১২	-	২,৬৪৭.৩০	৬,০৮০.০০	-	-	-	-	১৩	৬,৬৭৫	৮৩	৮,৭৩৭
২০১২-১৩	-	৩,০২০.৭৭	৬,০৮০.০০	-	-	-	-	১৫	৬,৯৭৫	৮৪	৯,৭০৫
২০১৩-১৪	১৬৪.৭০	৩,০৪৪.৭০	৬,১২০.০০	০১	৫০০	-	-	১৮	৮,৭৭৫	৮৬	১০,৭১৪
২০১৪-১৫	১৬৪.৭০	৩,১৭১.৪৫	৬,৩৫৮.৮৩*	০১	৫০০	০১	৫২০	১৯	৯,০৭৫	৮৯	১১,৯৬৪
২০১৫-১৬	২২০.৭০	৩,১৭১.৪৫	৬,৩৯৬.৮৩*	০১	৫০০	০১	৫২০	১৯	৯,৩৭৫	৯০	১২,৪২০
২০১৬-১৭	৫৫৯.৭৫	৩,৩১২.৯৯	৬,৫০৩.৯৫*	০১	৫০০	০২	১৬৯০	১৯	৯,৬৭৫	৯১	১৩,৩৬৪.৫০
২০১৭-১৮	৫৫৯.৭৫	৩,৩২৪.৯৯	৬,৭৯৫.৮৯*	০১	৫০০	০৩	২২১০	১৯	৯,৬৭৫	৯১	১৫,০৪৫.৫০

উৎসঃ ডিপিডিসি, *৮৫.২ সার্কিট কিলোমিটারসহ, ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত।

গ. বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা

বর্তমানে বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে ৬টি বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি দায়িত্ব পালন করছে। যথাঃ

- (১) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)
- (২) বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি)
- (৩) ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ডিপিডিসি)
- (৪) ঢাকা ইলেকট্রিক সপ্লাই কোম্পানি লিঃ (ডেসকো)
- (৫) ওয়েস্টজোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো)
- (৬) নর্থ ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (নজোপাডিকো)

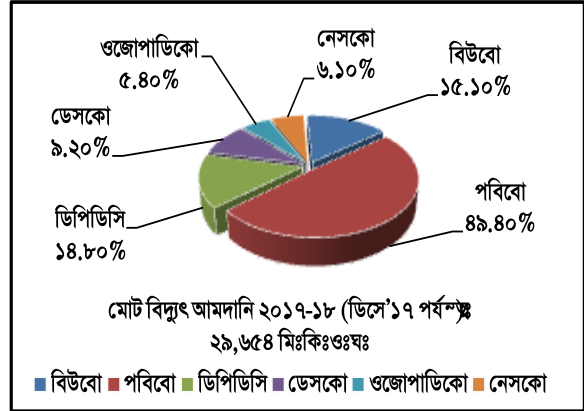
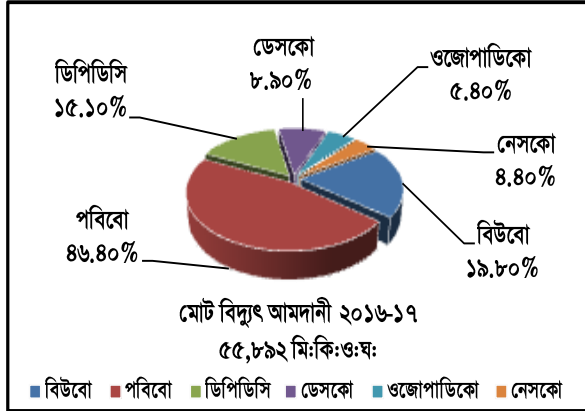
বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রমের আওতায় সরকারি খাতে বর্ণিত ছয়টি কোম্পানি গঠন করা হয়। এর

উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষতা বৃদ্ধিসহ বাণিজ্যিক পরিবেশ তৈরি, স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনা ও সর্বোপরি রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী সকলের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া। নিবিড় মনিটরিং এর কারণে বিতরণ সংস্থাগুলো ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের অধিকতর উন্নয়ন, গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি, সিস্টেম লস হ্রাস এবং বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বিদ্যুৎ আমদানি

বিদ্যুৎ খাতের বিতরণী সংস্থা/কোম্পানিসমূহ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে (ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত) যথাক্রমে মোট ৫৫,৮৯২ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার ও ২৯,৬৫৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ ৩৩ কেভি লেভেলে আমদানি করেছে যা লেখচিত্র ১০.৩-এ দেখানো হলোঃ

লেখচিত্র ১০.৩ বিদ্যুৎ আমদানি ও সংস্থাভিত্তিক বিতরণ



বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সুষ্ঠুভাবে বিতরণের লক্ষ্যে ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিতরণ সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্প সমূহ হচ্ছেঃ

- ১০ শহর বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প;
- সেন্ট্রালজোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন প্রকল্প;
- ইজিবাইক/অটোরিক্সা চার্জিং স্টেশন প্রকল্প;
- ১.৮ মিলিয়ন নতুন সংযোগ প্রকল্প;
- ১.৫ মিলিয়ন নতুন সংযোগ প্রকল্প;
- শতভাগ বিদ্যুতায়ন প্রকল্প;
- পল্লী বিদ্যুতায়ন বর্ধিতকরণ প্রকল্প (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল অঞ্চল) এবং
- ২১ জেলা বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প প্রভৃতি

সিস্টেম লস

বিদ্যুৎ খাতে সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ অপচয় বন্ধ এবং সিস্টেম লস কমানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সিস্টেম লস বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহের দক্ষতা মূল্যায়নের একটি প্রধান সূচক। বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি/সংস্থাসমূহের দক্ষতা তদারকির মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে। ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-১৮ (জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত) বিদ্যুতের সিস্টেম

লসের পরিসংখ্যান সারণি ১০.৫ এবং লেখচিত্র ১০.৪-এ দেখানো হলোঃ

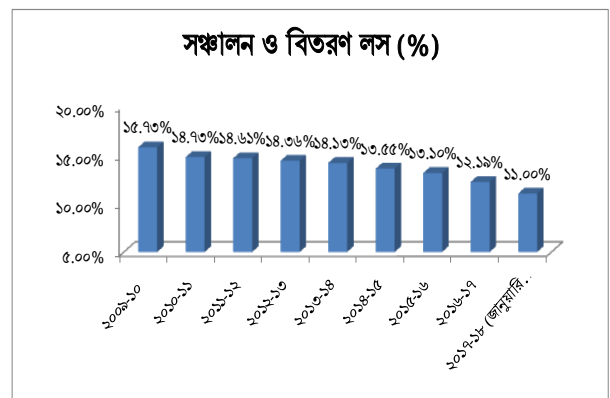
সারণি ১০.৫: বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান

অর্থ বছর	বিতরণ লস (%)	সঞ্চালন ও বিতরণ (%)
২০০৯-১০	১৩.৪৯	১৫.৭৩
২০১০-১১	১২.৭৫	১৪.৭৩
২০১১-১২	১২.২৬	১৪.৬১
২০১২-১৩	১২.০৩	১৪.৩৬
২০১৩-১৪	১১.৯৬	১৪.১৩
২০১৪-১৫	১১.৩৬	১৩.৫৫
২০১৫-১৬	১০.৯৬	১৩.১০
২০১৬-১৭	৯.৯৮	১২.১৯
২০১৭-১৮*	৮.৬৯	১১.০০

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ।

* জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ১০.৪: বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান



বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

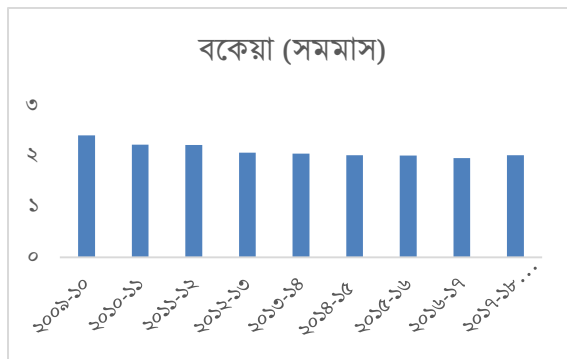
বিদ্যুৎ খাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহে আর্থিক স্বয়ম্ভরতা আনয়নের লক্ষ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণসহ বিদ্যুতের বকেয়া গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাসকরণের জন্য সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে সরকার প্রণোদনামূলক কার্যক্রম গ্রহণসহ তদারকি জোরদার করে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় বিগত কয়েক বছরের বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। নিম্নে ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত বকেয়ার পরিসংখ্যান সারণি ১০.৬ এবং লেখচিত্র ১০.৫-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.৬: বকেয়া বিদ্যুৎ বিল

অর্থ বছর	বকেয়া (সমমাস)
২০০৯-১০	২.৪০
২০১০-১১	২.২২
২০১১-১২	২.২১
২০১২-১৩	২.০৬
২০১৩-১৪	২.০৪
২০১৪-১৫	২.০১
২০১৫-১৬	২.০০
২০১৬-১৭	১.৯৫
২০১৭-১৮ (ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত)	২.০১

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ।

লেখচিত্রঃ ১০.৫ ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত বকেয়ার পরিমাণ



পাওয়ার সিস্টেম ইন্টারফেস মিটার স্থাপন কার্যক্রম

দেশের সকল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে এবং বৃহত্তর ঢাকায় বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার মধ্যে এনার্জির ইনফ্লো-আউটফ্লো এর হিসাব নিকাশে আরো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে ৪১০টি গ্রিড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত মিটারসমূহ এনার্জি

অডিটিং কার্যক্রম এবং সিস্টেম লস হ্রাসকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে

প্রি-পেইড মিটার স্থাপন কার্যক্রম

বিদ্যুৎ বিল পরিশোধকে সহজীকরণ করাসহ বিদ্যুৎ বিল আদায় শতভাগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ দেশব্যাপী প্রি-পেইড মিটারিং পদ্ধতি চালু করেছে। ইতোমধ্যে ছয়টি বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক এযাবৎ দেশে ৭,৭৪,৪৬৭ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এ যাবৎ ৩,৭৬,৮৩৯ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করেছে। ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত সংস্থা/কোম্পানি ভিত্তিক স্থাপিত প্রি-পেইড মিটারের চিত্র সারণি-১০.৭-এ দেখানো হলো।

সারণি-১০.৭: প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের অগ্রগতি

ক্রমিক নং	সংস্থা	সিঙ্গেল ফেইজ	ট্রী ফেইজ	মোট
১	বিউবো	৩৭০৫২২	৬৩১৭	৩৭৬৮৩৯
২	পবিরো	১৯৯৩০	৫৭০	২০৫০০
৩	ডিপিডিসি	১৬২২৮৩	১১৮৫৭	১৭৪১৪০
৪	ডেসকো	১১৩৬৬৩	২৭৬৪	১১৬৪২৭
৫	ওজোপাডিকো	৬৫২৪২	২৪২৫	৬৭৬৬৭
৬	নেসকো	১৮৪৩৫	৪৫৯	১৮৮৯৪
সর্বমোট:		৭৫০০৭৫	২৪৩৯২	৭৭৪৪৬৭

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ।

আগামী ৩ বছরে প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ২ কোটি। পরিকল্পনা অনুযায়ী নিজস্ব অর্থায়নে বিউবোর ৩৩.৬৪ লক্ষ, পবিরোর ১.১০ কোটি, ডিপিডিসির ১৫.১৫ লক্ষ, ডেসকোর ১১.১৭ লক্ষ, ওজোপাডিকোর ১৩.৬১ লক্ষ ও নেসকোর ১৭.৩০ লক্ষ প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

ঘ. বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি)

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি) কর্তৃক ৮০টি পল্লীবিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ৭১,১২৯ টি গ্রামে ৩,৭৩,০৬৪ কিঃমিঃ (আপগ্রেডেশনসহ) বিতরণ লাইন বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে ১৯০,৫২,৩২৮টি আবাসিক, ২,০৪,৫৫৩টি সেচ, ১৩,৫৯,৬৮২টি বাণিজ্যিক, ১,৬৬,০০৩ টি শিল্প, ২,৬২,৭৩৪টি দাতব্য প্রতিষ্ঠান, ৮৮৩টি নির্মাণ, ৪৪৮টি অস্থায়ী, ১৭,৯৯৯টি রাস্তার বাতি ও ২৪২টি সাধারণসহ সর্বমোট ২১০,৬৪,৮৭২টি সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত পল্লীবিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে সঞ্চালন ও গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা ও সাফল্য সারণি ১০.৮ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.৮ গ্রাহক সংযোগের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

অর্থবছর	বিতরণ লাইন (কিঃমিঃ)		গ্রাহক সংযোগের সংখ্যা	
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
২০০৯-১০	২,৮৫২	২,৭১৩	-	৪,৬১,৪১৭
২০১০-১১	২,০৯৫	৩,০২৮	-	২,৫৯,৫৪৮
২০১১-১২	৭,৭০০	১০,০৪৯	-	৭,১৩,৭১৩
২০১২-১৩	১০,২২২	১০,২৭৯	-	৩,০৪,৪১৭
২০১৩-১৪	১৬,৯৭১	১৭,৫৪৪	-	৭,৫৮,৯৩২
২০১৪-১৫	১৮,৭৫০	১৮,৬৯৮	-	১৮,৩৯,০৬৪
২০১৫-১৬	৩০,৯৯৮	৩১,৬১২	-	৩৫,৯৭,৮৮৩
২০১৬-১৭	৪১,২২১	৩৬,৫৫৪	-	৩৪,৯৩,৫৭৩
২০১৭-১৮	৪৭,৯৯২	২৬,৮০১ (জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত)	-	১৯,৬৭,১৯৩ (ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত)

উৎসঃ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড।* জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত।

বিআরইবি'র আওতায় বাস্তবায়নধীন প্রকল্প

সরকারের শতভাগ বিদ্যুতায়ন কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় বর্তমানে ১৬টি প্রকল্প চলমান রয়েছে যার বিপরীতে চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ প্রায় ৭,৭৪৮.৩৪ কোটি টাকা। পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ এবং বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত চলমান ১৬টি প্রকল্পের মধ্যে ৩ টি বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, ১টি প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প, ১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প, ১টি ওভারলোডেড বিতরণ ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন প্রকল্প এবং ১০ টি বিতরণ লাইন সম্প্রসারণ প্রকল্প ও গ্রাহক সংযোগ সংক্রান্ত প্রকল্প। চলমান ১৬টি প্রকল্পের বিপরীতে প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ৪২,৯৯৬.৩০ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ২৬,৮০১ কিঃমিঃ নতুন লাইন নির্মাণ/নবায়ন করা হয়েছে, ১৪৮টি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ/ক্ষমতাবর্ধনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৯৬টি উপকেন্দ্র নির্মাণ/ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ সম্পাদিত হয়েছে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৪০ লক্ষ নতুন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান এবং ৭ লক্ষ প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিআরইবি'র বিদ্যুৎ উৎপাদন

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এবং ১৩টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির অর্থায়নে রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ

(আরপিসিএল) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ময়মনসিংহ জেলার শিল্পগঞ্জে ২১০ মেগাওয়াট (কম্বাইন্ড সাইকেল), গাজীপুর জেলার কড্ডায় ৫২ মেগাওয়াট এবং চট্টগ্রাম জেলার রাউজানে ২৫ মেগাওয়াট অর্থাৎ সর্বমোট ২৮৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বিপিডিবি-আরপিসিএল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ গাজীপুর জেলার কড্ডায় ১৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ডুয়েল ফুয়েল পাওয়ার প্লান্ট প্রতিষ্ঠা করেছে, যা হতে নিয়মিত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। এছাড়া, আরপিসিএল-এর উদ্যোগে মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় ৩৫০ মেগাওয়াট (+/-১০%) ক্ষমতাসম্পন্ন এবং পটুয়াখালী জেলায় ২৫৬৬৩ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

৬.সাসটেইনেবল এনার্জি

নবায়নযোগ্য জ্বালানি

সরকার প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে কয়লা, ডুয়েল ফুয়েল ও পারমাণবিক শক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সমন্বিতযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক ২০০৯ সাল হতে তা কার্যকর করা হয়েছে। সমন্বিতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকীকরণের জন্য ‘Sustainable & Renewable Energy Development Authority (SREDA)’ গঠন করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিতকরণের জন্য বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ঘোষণা করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে এ যাবৎ প্রায় ৫০৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে এবং প্রায় ৩১৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিভিন্ন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন এবং প্রায় ৫২৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার প্রকল্প পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ

টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থা সুসংহত করার লক্ষ্যে স্রেডা ইতোমধ্যে জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিষয়ক বিভিন্ন বিধি প্রণয়নসহ বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বর্ণিত জ্বালানি সাশ্রয় লক্ষ্যমাত্রা পূরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে

‘Energy Efficiency and Conservation Master Plan up to 2030’ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ শতাংশ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।

জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণে সাম্প্রতিক অর্জন

- Energy Efficiency and Conservation Master Plan upto 2030 এবং Action Plan for Energy Efficiency and Conservation প্রণয়ন
- জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিধিমালা ২০১৬ প্রণয়ন;
- Energy Audit Regulation এর খসড়া প্রণয়ন;
- Energy Efficiency and Conservation Promotion Financing Project এর আওতায় জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য শিল্প, ভবন ও আবাসিক খাতে স্বল্পসুদে (৪%) ঋণপ্রদান প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম;
- জ্বালানি দক্ষ পণ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে স্বল্পসুদে (৯%) রি-ফাইন্যান্সিং ব্যবস্থা চালুকরণ;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ও গ্রিন ইন্ডাস্ট্রিতে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন;
- ‘Bangladesh National Building Code’ এ জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিষয়কবিধান অন্তর্ভুক্তকরণ;
- স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকে ‘জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ’ বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভুক্তকরণ;
- Country Action Plan for Clean Cook Stove প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- বিভিন্ন ক্যাপটিভ পাওয়ার জেনারেশন সংশ্লিষ্ট শিল্প উদ্যোগগণের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওয়েস্ট হিট রিকভারী ও কো-জেনারেশন কার্যক্রম;
- উন্নত প্রযুক্তির চালকল সম্প্রসারণে Improved Rice Parboiling System স্থাপন।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়। এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বমোট ৪৫,২৩৮টি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে, যার ক্ষমতা প্রায় ৬.৫৬ মেগাওয়াট পিক। এছাড়াও ৭৮টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সদর দপ্তর, ১৫টি উপজেলা সদর দপ্তর এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর সদর দপ্তরের ছাদে স্থাপিত সোলার রুফটপ সিস্টেমের

মোট ক্ষমতা ৫৪৩ কিলোওয়াট পিক। Korea International Cooperation Agency (KOICA) ও BCCTF এর আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন জেলায় ৪০টি সোলার ইরিগেশন পাম্প স্থাপন করা হয়েছে, যার ক্ষমতা ২৩৯ কিলোওয়াট পিক। ব্যাটারি চালিত যানবাহন চার্জিং এর জন্য বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সর্বপ্রথম সোলার চার্জিং স্টেশন সফলভাবে স্থাপন করে। বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে ৭টি সোলার চার্জিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে, যার ক্ষমতা ১৫৬ কিলোওয়াট পিক। আরো ৭টি সোলার চার্জিং স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত সোলার প্ল্যান্ট সমূহের ক্ষমতা ৭.৫০ মেগাওয়াট পিক।

চ. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প সরকারের একটি অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রকল্প। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের পারমাণবিক শক্তি ও জ্বালানি বিভাগ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রাক-বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদনের কাজে নিয়োজিত আছে। বর্তমানে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের জন্য নির্ধারিত রূপপুর সাইট এর Geological, Geophysical ও Meteorological data বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় রেখে রূপপুর সাইট এ পারমাণবিক প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা যাচাই এর জন্য বিভিন্ন সমীক্ষা সম্পাদন করার কাজও পারমাণবিক শক্তি ও জ্বালানি বিভাগ থেকে ইতোমধ্যে সম্পাদন করা হয়েছে। দেশের আপামর জনগণের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- বাংলাদেশ ও রাশিয়ান ফেডারেশনের মধ্যে ২০১৬ সালের ২৬ জুলাই রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর।
- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) ২০১৬ সালের ০৬ ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সভায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন।
- ১৫ মার্চ ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ ও রাশিয়ান ফেডারেশনের মধ্যে ‘রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্পেন্ট ফুয়েল রাশিয়ান ফেডারেশনে ফিরিয়ে

নিতে পারস্পরিক সহায়তা' সংক্রান্ত এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর। ২০১৭ সালের ৮ এপ্রিল পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারত সরকার এবং গ্লোবাল সেন্টার ফর নিউক্লিয়ার এনার্জি পার্টনারশীপ (জিসিএনইপি), ভারতের পরমাণু শক্তি সংস্থা, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়-বাংলাদেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার মহাপরিচালক ইউকি আমানো ২০১৭ সালের ৩ জুলাই রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি এ কেন্দ্র স্থাপনে সকল আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বাংলাদেশ উচ্চ নিরাপত্তা মান বজায় রেখে এ কেন্দ্র নির্মাণ করছে বলে উল্লেখ করেন।

- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্পেস্ট ফুয়েল রাশিয়ান ফেডারেশনে ফিরিয়ে নিতে বাংলাদেশ এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের মধ্যে ২০১৭ সালের ৩০ আগস্ট এক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর।
- ০৪ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখ একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের অনুকূলে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Design and Construction License প্রদান।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ৩০ নভেম্বর ২০১৭, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১নং ইউনিটের প্রথম কংক্রিট ঢালাই এর শুভ উদ্বোধন।
- ১৮ আগস্ট ২০১৫ তারিখ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ দেশের সকল পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য Nuclear Power Plant Company Bangladesh Limited গঠন।
- এ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ২০২৩ সালে ১২০০ মেগাওয়াট এবং ২০২৪ সালে ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সংযোগ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

ছ. বিদ্যুৎ খাতে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা

বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশসমূহ ছাড়াও UN-ESCAP, SAARC, BIMSTEC, SASEC এবং D-8 ইত্যাদি আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ফোরামের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ, ভারত ছাড়াও নেপাল, ভূটান এবং মায়ানমারের সাথে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতা কার্যক্রম গ্রহণ

করেছে। নেপালের সাথে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। মায়ানমারের সাথে বিদ্যুৎ খাতের যৌথ সহযোগিতার জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন আছে। ভূটানের সাথে যৌথ সহযোগিতার লক্ষ্যে আলাপ আলোচনা চলছে। বাংলাদেশ, ভূটান ও ভারতের মধ্যে ত্রিদেশীয় যৌথ উদ্যোগে একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সার্কের মাধ্যমে সার্কভুক্ত দেশসমূহের সাথে যৌথ সহযোগিতা কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

বাংলাদেশের ভেড়ামারা এবং ভারতের বহরমপুর আন্তঃসংযোগের মাধ্যমে ভারত থেকে গত ৫ অক্টোবর ২০১৩ সাল হতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। এছাড়া, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের পালাটানা থেকে গ্যাসভিত্তিক অতিরিক্ত ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ মার্চ ২০১৬ হতে বাংলাদেশে আমদানি করা হচ্ছে। বাংলাদেশের ভেড়ামারায় একই ক্ষমতা সম্পন্ন আরো একটি High Voltage Direct Current (HVDC) উপকেন্দ্র নির্মাণ করে বিদ্যমান বিতরণ লাইনের মাধ্যমে আরো ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আগামী জুন ২০১৮ সালের মধ্যে আমদানি করা হবে। উক্ত আন্তঃসংযোগে পৃথক একটি লাইন যোগ করে আরো ১,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মায়ানমার থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

মায়ানমার থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে ২০১০ সালে মায়ানমার সরকারের সাথে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দলের আলোচনা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় দু'দেশের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য আলাপ আলোচনা চলছে।

ভূটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

ভূটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত ও ভূটানের যৌথ বিনিয়োগে ভূটানে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ত্রিপাক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। উৎপাদিত বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে কাতিহার-পার্বতীপুর/বড়পুকুরিয়া-বড়নগর ৭৬৫ কেভি গ্রিড আন্তঃসংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে আলাপ-আলোচনা চলছে।

নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

নেপালে ভারতীয় কোম্পানি কর্তৃক স্থাপিতব্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে ভারতের ২

টি বিদ্যুৎ বিপন্ন কোম্পানি এর সাথে একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বিদ্যুৎখাতে চীনের সাথে সহযোগিতা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি

বিদ্যুৎখাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাতে সহযোগিতা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুযোগ প্রসারিত হবে। ফলে উভয় দেশ দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরো উন্নত করতে অবদান রাখতে পারবে। সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, এনার্জি দক্ষতা ও নবায়যোগ্য জ্বালানি ইত্যাদি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে। BIMSTEC এর মাধ্যমে BIMSTECভুক্ত দেশসমূহের সাথে বিদ্যুৎখাতের সহযোগিতা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিশেষ করে BIMSTEC Grid স্থাপনে আলোচনায় যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাত

দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণ, তেল ও গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান/আবিষ্কার, উত্তোলন, উন্নয়ন ও মূল্যায়ন করে জ্বালানি মজুদ বৃদ্ধি করা তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাতের মূল উদ্দেশ্য। জ্বালানির জন্য প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর একক

নির্ভরতা হ্রাস, জ্বালানি-মিশ্র এবং বিকল্প/নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ, দেশের প্রাকৃতিক জ্বালানি মজুদ বৃদ্ধির জন্য অনুসন্ধান/আবিষ্কার কার্যক্রম জোরদার করা, গ্যাস উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ কর্মকান্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধনের পাশাপাশি তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন এবং বিতরণ কাজে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিতকরণ ইত্যাদি এ খাতের প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদ

প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৭১ শতাংশ পূরণ করে। এ যাবৎ দেশের আবিষ্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৭টি। পেট্রোবাংলা কর্তৃক সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুযায়ী মোট গ্যাস মজুদের (GIIP) পরিমাণ ৩৯.৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য প্রমাণিত এবং সম্ভাব্য (P1+P2) মজুদের পরিমাণ ২৭.৭৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ১৯৬০ সাল হতে শুরু করে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত প্রকৃত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৫.২২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ফলে জানুয়ারি ২০১৮ সময়ে উত্তোলনযোগ্য নীট মজুদের পরিমাণ ১২.৫৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। সারণি ১০.৯-এ দেশে গ্যাস মজুদের পরিমাণ দেখানো হলো:

সারণি ১০.৯ দেশে গ্যাস মজুদের পরিমাণ

(বিলিয়ন ঘনফুট)

গ্যাস ক্ষেত্র	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	প্রাথমিক মোট মজুদ	প্রমাণিত ও সম্ভাব্য গ্যাসের মজুদ			২০১৭-১৮ অর্থ বছরে উৎপাদন	ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন ডিসেম্বর-২০১৭ পর্যন্ত	অবশিষ্ট গ্যাসের মজুদ জানুয়ারি ২০১৮
		(GIIP)	1P	2P	3P			
তিতাস	২৬	৮১৪৮.৯	৫৩৮৪.০	৬৩৬৭.০	৬৫১৭.০	৯৮.৮২	৪৪২২.৩০	১৯৪৪.৭০
হবিগঞ্জ	৭	৩৬৮৪.০	২৬৪৭.০	২৬৪৭.০	৩০৯৬.০	৪০.২৮	২৩৫৩.৩৪	২৯৩.৬৬
বাখরাবাদ	৬	১৭০১.০	১০৫২.৯	১২৩১.৫	১৩৩৯.০	৬.৩৪	৮১৬.১৩	৪১৫.৩৯
কৈলাশটিলা	৪	৩৬১০.০	২৩৯০.০	২৭৬০.০	২৭৬০.০	১১.৭৭	৬৭১.১৪	২০৮৮.৮৬
রশিদপুর	৫	৩৬৫০.০	১০৬০.০	২৪৩৩.০	৩১১৩.০	৯.৯৮	৬০৫.৮৯	১৮২৭.১১
সিলেট	১	৩৭০.০	২৫৬.৫	৩১৮.৯	৩৩২.০	০.৯৭	২১৩.৫৮	১০৫.৩২
মেঘনা	১	১২২.১	৫২.৫	৬৯.৯	১০১.০	২.৩৩	৬৫.৯৫	৩.৯৫
নরসিংদী	২	৩৬৯.০	২১৮.০	২৭৬.৮	২৯৯.০	৫.১২	১৯১.১৬	৮৫.৬৪
বিয়ানীবাজার	২	২৩০.৭	১৫০.০	২০৩.০	২০৩.০	১.৮৭	৯৮.৯৭	১০৪.০৩
ফেঞ্চগঞ্জ	১	৫৫৩.০	২২৯.০	৩৮১.০	৪৯৮.০	২.৭২	১৫৪.৯৮	২২৬.০২
সালদানদী	১	৩৭৯.৯	৭৯.০	২৭৯.০	৩২৭.০	০.৭১	৮৯.২৩	১৮৯.৭৭
শাহবাজপুর	২	৯৭৭.০	৩২২.০	৬০০.০	৬৯৮.০	৬.৬১	৩৮.৯১	৫৬১.০৯
সেমুতাং	২	৬৫৩.৮	১৫১.০	৩১৭.৭	৩৭৫.১	০.২২	১২.৬৪	৩০৫.০৬
সুন্দলপুর	১	৬২.২	২৫.০	৩৫.১	৪৩.৫	০.০০	৯.৯৮	২৫.১২
শ্রীকাইল	৩	২৪০.০	৯৬.০	১৬১.০	১৬১.০	৬.৬৯	৬৮.৬০	৯২.৪০
বেগমগঞ্জ	১	১০০.০	১৪.০	৭০.০		০.০০	০.৮৮	৬৯.১২

রূপগঞ্জ	১	৪৮.০		৩৩.৬		০.২৫	০.৬৮	৩২.৯২
জালালাবাদ	৭	১৪৯১.০	৮২৩.০	১১৮৪.০	১১৮৪.০	৪৬.৪৮	১১৪০.৬৮	৪৩.৩২
গ্যাস ক্ষেত্র	উৎপাদনরত কুপ সংখ্যা	প্রাথমিক মোট মজুদ	প্রমাণিত ও সম্ভাব্য গ্যাসের মজুদ			২০১৭-১৮ অর্থ বছরে উৎপাদন	ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন ডিসেম্বর-২০১৭ পর্যন্ত	অবশিষ্ট গ্যাসের মজুদ জানুয়ারি ২০১৮
		(GIP)	1P	2P	3P			
মৌলভীবাজার	৬	১০৫৩.০	৪০৫.০	৪২৮.০	৮১২.০	৬.৫৩	৩০২.৮৯	১২৫.১১
বিবিয়ানা	২৬	৮৩৫০.০	৪৪১৫.০	৫৭৫৪.০	৭০৮৪.০	২২৪.৮৪	২৯৭২.৪৬	২৭৮১.৫৪
বাঞ্ছুরা	৫	১১৯৮.০	৩৭৯.০	৫২২.০	৯৪১.০	১৭.৫০	৩৯৪.২৬	১২৭.৭৪
মোট	১১০	৩৬৯৯১.৬	২০১৪৮.৯	২৬০৭২.৫	২৯৮৮৩.৬	৪৯০.০৩	১৪৬২৪.৬৩	১১৪৪৭.৮৯
খ. উৎপাদনে যায় নাই:								
কুতুবদিয়া		৬৫.০	৪৫.৫	৪৫.৫০	৪৫.৫	০.০০	০.০০	৪৫.৫০
ভোলা		৬০০		৪২০				৪২০
মোট		৬৬৫.০	৪৫.৫	৪৬৫.৫০	৪৫.৫	০.০০	০.০০	৪৬৫.৫০
গ. উৎপাদন স্থগিত:								
সাজু		১০৩৯.০	২৬৫.০	৪৭৪.০	৭২৭.০	০.০০	২৬.৪৬	৪৪৭.৫৪
ছাতক		৭১.৮	৫০.৩	৫০.৩	৫০.৩	০.০০	২১.১	২৯.২০
কামতা		১৮৫.২	১২৫.০	১২৫.০	১৭৫.০	০.০০	৬২.৪	৬২.৬০
ফেনী		৮৯৯.৬	৫৪৪.৪	৫৭৭.৮	৬৩৮.৭	০.০০	৪৮৭.৯১	৮৯.৮৫
মোট		২১৯৫.৬	৯৮৪.৭	১২২৭.১	১৫৯১.০	০.০০	৫৯৭.৯	৬২৯.২
সর্বমোট	ক+খ+গ (বিসিএফ)	৩৯৮৫২.২	২১১৭৯.১	২৭৭৬৫.০৯	৩১৫২০.১	৪৯০.০৩	১৫২২২.৫০	১২৫৪২.৫৯
সর্বমোট	ট্রিলিয়ন ঘনফুট	৩৯.৯	২১.২	২৭.৭৭	৩১.৫২	০.৪৯	১৫.২২	১২.৫৪

বিঃ দ্রঃ

১। সাজু গ্যাস ক্ষেত্রের উৎপাদন অক্টোবর ০১, ২০১৩ হতে স্থগিত রয়েছে।

২। বাপেক্স কর্তৃক শাহবাজপুর ইষ্ট-১ এবং ভোলা এর মজুদ মূল্যায়ন কাজ চলমান রয়েছে। প্রাথমিক ভাবে বাপেক্স কর্তৃক মূল্যায়িত শাহবাজপুর ইষ্ট-১ এবং ভোলা গ্যাস মজুদ যথাক্রমে ৩০০ বিসিএফ এবং ১৪০-৬০০ বিসিএফ।

প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার

সারণি ১০.১০ এবং লেখচিত্র ১০.৬-এ খাতওয়ারি প্রাকৃতিক

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার কারখানা, বাণিজ্যিক, শিল্প ও

গ্যাসের ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

গৃহস্থালি খাতে জ্বালানির প্রধান উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস।

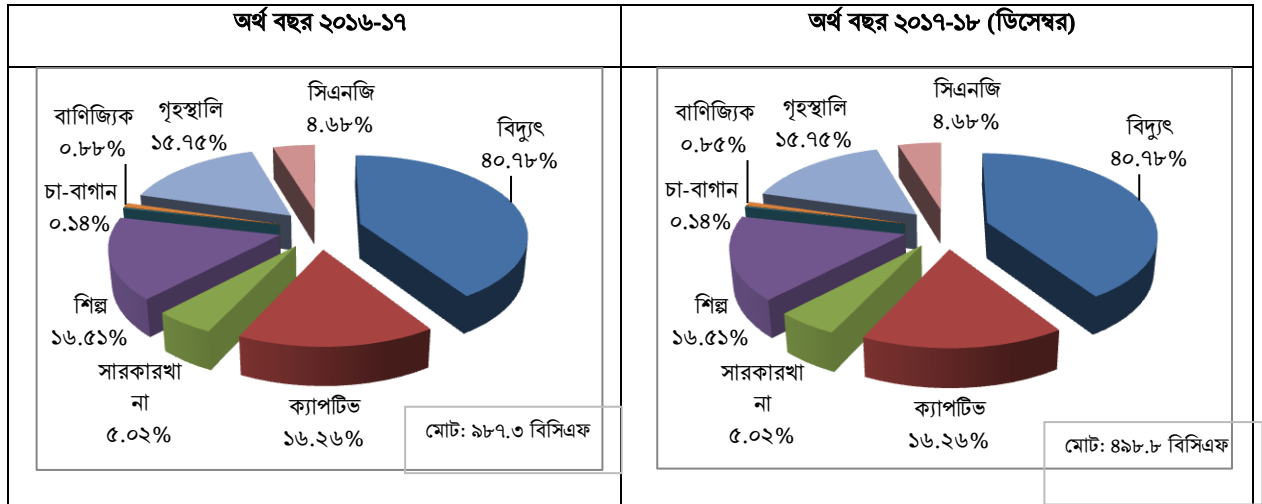
সারণি ১০.১০ প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ও খাতওয়ারি ব্যবহার

(বিলিয়ন ঘনফুট)

বছর/খাত	উৎপাদন	ব্যবহার									
		বিদ্যুৎ	ক্যাপটিভ	সারকারখানা	শিল্প	চা-বাগান	বাণিজ্যিক	গৃহস্থালি	সিএনজি	ইটখোলা	মোট
২০০৯-১০	৭০৩.৬	২৮৩.২	১১২.৬	৬৪.৭	১১৮.৮	০.৮	৮.১	৮২.৭	৩৯.৩	০	৭১০.২
২০১০-১১	৭০৮.৯	২৭৩.৮	১২১.২	৬২.৮	১২১.৫	০.৮	৮.৫	৮৭.৪	৩৮.৫	০	৭১৪.৫
২০১১-১২	৭৪৩.৭	৩০৪.৩	১২৩.৬	৫৮.৪	১২৮.৫	০.৮	৮.৬	৮৯.২	৩৮.৬	০	৭৫১.৭
২০১২-১৩	৮০০.৬	৩২৮.৮	১৩৪.১	৬০	১৩৫.৭	০.৮	৮.৮	৮৯.৭	৪০.২	০	৭৯৮.২
২০১৩-১৪	৮২০.৪	৩৩৭.৪	১৪৩.৮	৫৩.৮	১৪১.৯	০.৮	৮.৯	১০১.৫	৪০.১	০	৮২৮.১
২০১৪-১৫	৮৯২.২	৩৫৪.৮	১৫০	৫৩.৮	১৪৭.৭	০.৮	৯.১	১১৮.২	৪২.৯	০	৮৭৭.৩
২০১৫-১৬	৯৭৩.২	৩৯৯.৬	১৬০.৮	৫২.৬	১৫৬	০.৯	৯	১৪১.৫	৪৬.৫	০	৯৬৬.৯
২০১৬-১৭	৯৭১.৬	৪০৩.৬	১৬০.৫	৪৯.১	১৬৩.১	১	৮.৭	১৫৪.৪	৪৭	০	৯৮৭.৩
২০১৭-১৮ (ডিসেম্বর পর্যন্ত)*	৪৯০.০	২০৩.৪	৮১.১	২৫.০	৮২.৪	০.৭	৪.৩	৭৮.৫	২৩.৪	০.০	৪৯৮.৮

উৎসঃ পেট্রোবাংলা। * ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত

লেখচিত্র ১০.৬ প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার



প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা

দেশে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ এর চাহিদার সাথে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারণি ১০.১১-এ দেখা যাচ্ছে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে এই চাহিদা সর্বোচ্চ। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিদ্যুৎক্ষেত্রে গ্যাসের চাহিদা ৬০৭ বিলিয়ন ঘনফুট এবং তা ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৭০৯ বিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হতে

পারে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে যেখানে শিল্পে গ্যাসের চাহিদা ১৯১ বিলিয়ন ঘনফুট নির্ধারণ করা হয় সেখানে ২০২১-২২ অর্থ বছরে তা ৩৯০ বিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত করার লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। গৃহস্থালির ব্যবহারে গ্যাসের চাহিদা ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১৩৩ বিলিয়ন ঘনফুট এবং ২০২১-২২ সালেও এই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১৩৩ বিলিয়ন ঘনফুট।

সারণি ১০.১১ খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা (২০১৭-২০২২)

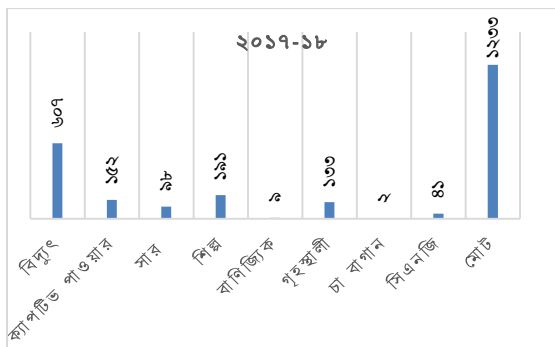
একক: বিসিএফ

খাতসমূহ	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
বিদ্যুৎ	৬০৭	৬৫৭	৭২৮	৭০৫	৭০৯
ক্যাপটিভ পাওয়ার	১৫২	১৫২	১৫২	১৫২	১৪০
সার	৯৮	৯৮	৯৮	৯৮	৯৮
শিল্প	১৯১	২৫৩	৩২১	৩৬৬	৩৯০
বাণিজ্যিক	৯	৯	৯	৯	৯
গৃহস্থালী	১৩৩	১৩৩	১৩৪	১৩৩	১৩৩
চা বাগান	২	২	২	২	২
সিএনজি	৪১	৪১	৪১	৩৯	৩৪
মোট	১২৩৩	১৩৪৫	১৪৮৫	১৫০৪	১৫১৫

উৎসঃ পেট্রোবাংলা।

লেখচিত্র ১০.৭ প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতওয়ারি চাহিদা

(২০১৭-১৮)



খনিজ সম্পদ

বর্তমানে যে সকল খনিজ পদার্থের জন্য খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয় সেগুলো হলোঃ কয়লা, পিট, খনিজ বালু, ধাতব খনিজ, সাদামাটি, সিলিকাবালু, সাধারণ পাথর, বালু মিশ্রিত পাথর, চুনা পাথর ও ক্রে/শেল।

কয়লা

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৫টি কয়লা ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত ৫টি কয়লা ক্ষেত্রে কয়লার মোট মজুদের পরিমাণ আনুমানিক ৩,৩০০ মিলিয়ন টন যা প্রায় ৭৮ টিসিএফ প্রাকৃতিক গ্যাস সমতুল্য। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ইট তৈরীসহ

বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার রয়েছে। বর্তমানে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার বড়পুকুরিয়া কয়লা ক্ষেত্র থেকে ভূ-গর্ভস্থ খনি পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে। উত্তোলিত কয়লা ব্যবহার করে খনি এলাকায় অবস্থিত কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হতে (প্রথম ফেজে ২৫০ মেগাওয়াট + পরবর্তী ফেজে ২৭৫ মেগাওয়াট = ৫২৫ মেগাওয়াট) বিদ্যুৎ উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

কঠিন শিলা

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর এবং নবাবগঞ্জ উপজেলায় ৫,৪০০ হেক্টর এলাকা হতে কঠিন শিলা উত্তোলনের জন্য ১৯৯৪ সালে খনি ইজারা প্রদান করা হয়। বর্তমানে এসব খনি হতে কঠিন শিলা উত্তোলন অব্যাহত রয়েছে।

সাধারণ পাথর

সিলেট জেলায় ৩টি, পঞ্চগড় জেলায় ২টি, সুনামগঞ্জ জেলায় ১টি এবং নীলফামারী জেলায় ৩৯টি ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে সাধারণ পাথর উত্তোলনের জন্য কোয়ারি ইজারা মঞ্জুর করা হয়েছে।

চীনামাটি

নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, শেরপুর, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও চট্টগ্রাম জেলায় সাদামাটি/চীনামাটি পাওয়া যায়। দেশের সিরামিক শিল্পের কাঁচামাল সাদামাটি/চীনামাটি উত্তোলনের জন্য খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো হতে কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয়। বর্তমানে নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহ জেলায় মোট ১৪টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এরূপ ইজারা রয়েছে।

সিলিকাবালু

হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও সিলেট জেলায় সিলিকা বালু পাওয়া যায়। হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার এবং সিলেট জেলায় গেজেটভুক্ত মোট ৮১টি সিলিকা বালু কোয়ারি রয়েছে।

পিট

মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জসহ বিভিন্ন অঞ্চলে পিট (পিট কয়লা) আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত পিটের মোট মজুদের পরিমাণ ৫১০ মিলিয়ন টন। পিট কয়লা সহায়ক জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

খনিজ বালু/ ভারী মানিক

ভোলা, পটুয়াখালী জেলা এবং কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও মহেশখালী উপজেলা অর্থাৎ সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা ও নদী তীরবর্তী চর এলাকায় খনিজ বালুর সন্ধান পাওয়া গেছে। খনিজ বালুর মধ্যে জিরকন, মোনাজাইট, রুটাইল, ইলমেটাইট এবং মেগনেটাইট প্রধান।

পেট্রোলিয়াম পণ্য

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) জ্বালানি তেল আমদানি, অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ, মজুদ ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১২.২১ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকল্পে ইন্টার্ন রিফাইনারির একটি নতুন ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। নতুন ইউনিটসহ যার উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়াবে প্রায় ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন। গভীর সমুদ্র হতে শোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল খালাসের জন্য এসপিএম (Single Point Mooring with Double Pipeline) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার পর বার্ষিক প্রায় ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল পাইপলাইনের মাধ্যমে খালাস করা সম্ভব হবে।

সারণি ১০.১২ ও ১০.১৩ -এ বিপিসি কর্তৃক ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত যথাক্রমে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি এবং পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানির তথ্য দেওয়া হলোঃ

সারণি ১০.১২ অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি

অর্থবছর	পরিমাণ (মেট্রিক টন)	সিএন্ডএফ মিলিয়ন মাঃ ডলার	কোটি টাকা
২০০৯-১০	১১৩৬৫৬৭	৬৪৬.২১	৪৪৯১.৪১
২০১০-১১	১৪০৯৩০২	৯৭৮.৮১	৭০৩৭.০০
২০১১-১২	১০৮৫৯৩৭	৯১৯.২৬	৭০৫৩.৫১
২০১২-১৩	১২৯২১০২	১০৬০.৩০	৮৫৩৬.৭০
২০১৩-১৪	১১৭৬৬৯৩	৯৬৮.৫৫	৭৯৫৭.২৯
২০১৪-১৫	১৩০৩১৯৪	৭৩৪.০০	৫৭৩৯.৩৫
২০১৫-১৬	১০৯৩১২০	৩৩৬.১৫	৩২২৫.৯২
২০১৬-১৭	১৩৮৭৯৬৬	৫১৪.১০	৪১৩২.৩৫
২০১৭-১৮*	৭৮২৮৮৬	৩৪৭.৬৬	২৯০৩.১৩

উৎসঃ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন * মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত

সারণি ১০.১৩ পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি

অর্থবছর	জেপি, কেরোসিন, অকটেন ও ডিজেল		লুব্রিকেটিং অয়েল		ফার্নেস অয়েল	
	পরিমাণ (মেঃ টন)	মূল্য (কোটি টাকা)	পরিমাণ (মেঃ টন)	মূল্য (কোটি টাকা)	পরিমাণ (মেঃ টন)	মূল্য (কোটি টাকা)
২০০৯-১০	২৬৩৪২১২	১২০২৪.১৮	৭২৬২	৫২.০৩		
২০১০-১১	২৪৮৮৪৫৬	২১৪০৩.৬৯	৪৭৪৯	৪৩.৭৫	২৩০৫২৪	১১২৩.১৭
২০১১-১২	৩৪০৯৯৩৪	২৭১১১.২৪	৪৯৮০	৫৩.১১	৬৮০৯৮২	৩৮১৯.০৭
২০১২-১৩	২৮২৭১৬০	২১৯৪৯.১০	৪৮৫৩	৩৮.৫৬	৮০৩৬০৩	৪৩৬৭.২৬
২০১৩-১৪	৩১৫৮৩৪৩	২৩৪৮৫.৫৬	-	-	১০১৬১০১	৫১৪৪.৬৮
২০১৪-১৫	৩৪০৩৮৯০	১৮৫৬৯.৬২	-	-	৬৯১৭০৫	২৭১৪.৩০
২০১৫-১৬	৩৩৩৭৪২৬	১১১১০.৩১	-	-	৩৩৫১৫০	৬৬০.৫২
২০১৬-১৭	৩৮৭১৪৩২	১৪৪৩৩.৯১	-	-	৫২১১৯৯	১২৪০.৬৬
২০১৭-১৮*	৩৪৫১৮১২	১৫৪২০.৭৫	-	-	৪৩৬৪২২	১১৮০.১৬

উৎসঃ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন * মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত।

জ্বালানি তেল বাবদ ভর্তুকি

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রতি বছরই অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করে থাকে। অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেলের আন্তর্জাতিক সংগ্রহ মূল্য উঠানামা করে থাকে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে তেলের মূল্যসহ শুল্কহার পুনঃনির্ধারিত না হওয়ায় বিপিসি ক্রমাগত লোকসানের সম্মুখীন হয়। ফলে জ্বালানি তেল আমদানি বাবদ সরকারকে উল্লেখযোগ্য অংক ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। তবে বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় গত ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সরকারকে জ্বালানি তেলে কোন ভর্তুকি দিতে হয়নি। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য পুনরায় ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী হওয়ায় গত অক্টোবর ২০১৬ হতে ফার্নেস অয়েল বিক্রয়ে এবং নভেম্বর ২০১৭ হতে ডিজেল ও কেরোসিন বিক্রয়ে বিপিসির লোকসান শুরু হয়েছে। সারণি ১০.১৪-এ সরকার কর্তৃক বিপিসি-কে প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.১৪ঃ সরকার কর্তৃক বিপিসি-কে প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণ

অর্থবছর	সরকারি ভর্তুকির পরিমাণ (কোটি টাকায়)
২০০৯-১০	৯০০
২০১০-১১	৪০০০
২০১১-১২	৮৫৫০
২০১২-১৩	১৩৫৫৮
২০১৩-১৪	২৪৭৮
২০১৪-১৫	৬০০.০০
২০১৫-১৬	০.০০
২০১৬-১৭	০.০০
২০১৭-১৮*	০.০০

উৎসঃ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন। জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত

খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও মূল্যায়ন

দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের কাজ জোরদার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এবং করছে। বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশে তেল ও গ্যাস ব্যতীত খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, আবিষ্কার, মূল্যায়ন এবং ভূ-তত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান। ফলে এ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিদেশী প্রশিক্ষণসহ এ বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হয়েছে এবং গবেষণা কাজের পর্যাপ্ত সুবিধাদিসহ অনুজীবাস্থ, শিলাবিদ্যা ও মণিকবিদ্যা, বৈশ্লেষিক রসায়ন, প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক, দূরঅনুধাবন ও জিআইএস, পলল ও কাদা-মণিক বিষয়ক গবেষণাগারসমূহের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন স্থানে পিট কয়লা, কাচাবালি, সাদামাটি, নির্মাণ বালি, নুড়িপাথর, ভারী খনিজ সহ অন্যান্য খনিজসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে।

জিএসবি'র সাম্প্রতিক অর্জন

নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার তাজপুর এলাকায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে একটি খনন কূপে ৬৭৫ মিটার গভীরতা হতে ৭০৫.৪৮ মিটার গভীরতা পর্যন্ত মোট ৩০.৭৫ মিটার পুরুত্বের এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে একই বেসিনে ভগবানপুর এলাকায় ৬৪২.৯৮ মিটার গভীরতা হতে ৬৭১.৯৫ মিটার গভীরতা পর্যন্ত মোট ২৮.৯৬ মিটার পুরুত্বের চুনাপাথর আবিষ্কৃত হয়েছে যা বাংলাদেশে এ যাবৎ কালের আবিষ্কৃত সর্বাধিক পুরুত্বের চুনাপাথর। জিএসবি

কর্তৃক আবিষ্কৃত কয়লা ও পিট বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ও গৃহস্থালী কাজে ব্যবহার হচ্ছে যা জ্বালানি সাশ্রয়ে ভূমিকা রাখছে। কাজের পাশাপাশি ভূমিধ্বস এর আগাম সংকেত প্রদানের জন্য ৪ টি স্টেশনে যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে।

জিএসবি'র চলমান প্রকল্প

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে 'বাংলাদেশের নদীবক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয় ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন' শীর্ষক প্রকল্প ৩,৫৬২.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডিসেম্বর ২০১৫ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে যমুনা নদী ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে প্রায় ১৫,৬০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ইলমেনাইট, রুটাইল, লিওক্সিন, কায়ানাইট, গারনেট, ম্যাগনেটাইট ইত্যাদি মূল্যবান মণিকের উপস্থিতি সনাক্ত করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, সোমেশ্বরী নদীর অববাহিকায় বালির নমুনা সংগ্রহের জন্য প্রায় ১,৮০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বহিঃগণের সার্ভে কর্মসূচি চলমান রয়েছে।

কারিগরি সহায়ক কার্যক্রম

হাইড্রোকার্বন ইউনিট তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতের উন্নয়ন ও এ সম্পর্কিত বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করে থাকে। বিশেষ করে হাইড্রোকার্বন ইউনিট চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় জ্বালানি নীতি হালনাগাদ ও যুগোপযোগীকরণ, খসড়া কয়লানীতি চূড়ান্তকরণ, গ্যাস চাহিদা, গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন, গ্যাস সেক্টরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা, পিএসসি'র জেআরসি/জেএমসি'র সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ, উৎপাদন বণ্টন, বিভিন্ন চুক্তির তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ, পেট্রোলিয়াম শোধান এবং বিপণন ব্যবস্থাপনা, খনি এবং খনিজ সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নে হাইড্রোকার্বন ইউনিট সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান করে আসছে। হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক Mini Data Bank-এ গ্যাস মজুদ, অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্পদ, গ্যাস উৎপাদন এবং গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার সংক্রান্ত ডাটা সংরক্ষণের পাশাপাশি ডাটাবেজ থেকে 'Gas Reserve and Production' শীর্ষক মাসিক প্রতিবেদন এবং 'Annual Gas Production and Consumption' শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হচ্ছে।

বিস্ফোরক নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিস্ফোরক, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ ইত্যাদি বিপজ্জনক পদার্থের উৎপাদন, আমদানি, মজুদ, পরিবহণ/সঞ্চালন ও ব্যবহারে জনজীবন ও জাতীয় সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল এর আওতায় দায়েরকৃত মামলায় আলামত পরীক্ষণ, মতামত প্রদান এবং স্বশস্ত্র বাহিনীকে বিশেষজ্ঞের সেবা প্রদানও বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কাজের অংশ।

বিস্ফোরক পরিদপ্তরের সাম্প্রতিক অর্জিত সাফল্য ও অগ্রগতি

বিস্ফোরক:

প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার, কূপ খনন, ওয়ার্কওভার কাজ, সিসমিক সার্ভে কাজের জন্য ব্যবহৃত 'বিস্ফোরক' নিরাপদে আমদানি, মজুদ ও পরিবহণ কাজে দেশীয় কোম্পানি ও আন্তর্জাতিক কোম্পানিসমূহকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পূর্বের মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স নবায়নসহ বিস্ফোরক আমদানির জন্য ৮টি, মজুদের জন্য ৪টি ও পরিবহণের জন্য ৬টি লাইসেন্স/পারমিট প্রদান করা হয়েছে।

গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার, সিসমিক সার্ভে সম্পন্নকরণের জন্য জাতীয় গ্যাস কোম্পানি মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্প, বড় পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি ও আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানিগুলির বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প দ্রুত সমাপ্তির লক্ষ্যে ১,২৬,০০০ কেজি এবং ১,১০,০০০ পিস পাওয়ার জেল, ৯০,০০০ পিস সিসমিক ডেটোনেটর, ৬,৫০৯.০৮ কেজি এবং ১,৭২,৪০০ পিস ইলেকট্রিক ডেটোনেটর, ৫,০০০ পিস হাফ মিলি সেকেন্ড ডিলে ইলেকট্রিক ডেটোনেটর, ৪,৬২৫ কেজি চার্জ, ১৫৪.৪৫ মেট্রিক টন ইমালশন এক্সপ্লোসিভস, ৩৫.৮৪ কেজি ও ১৪৫ মেট্রিক টন বিস্ফোরক, ৩০,০০০ পিস ডেটোনেটিং কর্ড, ০.২৯ কেজি শেপড্ চার্জ, ১,৯৩০.৯৪ কেজি মিলেনিয়াম এইচএমএক্স, ০.৯২ কেজি ইগনিটর রেড, ১৬ কেজি ডিলে ইলেকট্রিক ডেটোনেটর, ০.৬৮ কেজি বুস্টার এইচএমএক্স, ২.০৪ কেজি পারকাশন প্রাইমার, ২৭.১৭ কেজি কীট এক্সপ্লোসিভ কাটার, এইচএমএক্স, ৬,৪৭৭ পিস সিসমিক এক্সপ্লোসিভ, ২৬,৪০০ কেজি GEOSMART NITRAM, ১,৩৮,০০০ পিস কোণ ও অ্যাংকর সেট আমদানির অনুমতি/লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

পেট্রোলিয়াম:

বিদ্যুৎ উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্যাস নির্ভর পাওয়ার প্লান্টের পরিবর্তে ডিজেল/ফার্নেস অয়েল চালিত কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্লান্ট দ্রুততার সাথে সমাপ্তি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পেট্রোলিয়াম মজুদের জন্য ৩০৮টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। পেট্রোলিয়াম অয়েল ট্যাংকার এবং জাহাজ ক্ষয়পিং এর পূর্বে ৭,২৪৭ পেট্রোলিয়াম ট্যাংক পরীক্ষণপূর্বক পেট্রোলিয়াম গ্যাস মুক্ত সনদ প্রদান করা হয়েছে।

এলপিজি:

প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভরতা কমিয়ে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে এলপিজি ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হচ্ছে বিধায় বিভিন্ন কোম্পানির অনুকূলে মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের অধীন ২৪,৪৪,৭৬৬ টি এলপিজি সিলিন্ডার আমদানির অনুমতি এবং এলপিজি সিলিন্ডার মজুদের জন্য ৭২৬টি লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে।

গ্যাস পাইপ লাইন:

সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রমের আওতায় গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্মিত সকল উচ্চচাপ গ্যাস পাইপ লাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য ৫৭টি পাইপ লাইনের অনুমোদন ও ৪৩টি গ্যাস পাইপ লাইনের নিশ্চিদ্রতা যাচাই পরীক্ষান্তে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

জ্বালানি খাতে রেগুলেটরি ও সমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম

এনার্জি খাতে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ, প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন ও বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি সর্বোপরি এ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিচে দেয়া হলোঃ

ট্যারিফ নির্ধারণ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা/কোম্পানির পাইকারি (বান্ধ) মূল্যহার, সঞ্চালন কোম্পানির সঞ্চালন মূল্যহার (হাইলিং চার্জ) এবং বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির খুচরা মূল্যহার নির্ধারণ করে। এছাড়া কমিশন গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানি এর সঞ্চালন মূল্যহার (মার্জিন), বিতরণ কোম্পানি এর বিতরণ মূল্যহার

(মার্জিন) এবং ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ করে। ‘বিইআরসি আইন, ২০০৩’ অনুযায়ী কমিশন ভোক্তা পর্যায়ে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের মূল্য নির্ধারণের কাজ শুরু করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট রেগুলেশন প্রণয়ন করছে। কমিশন ভোক্তা, লাইসেন্সধারী ও সকল স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে গণশুনানির মাধ্যমে মূল্যহার নির্ধারণ করে। বিগত তিন বছরের প্রকৃত ব্যয় বিশ্লেষণ ও আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা করে ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়। সংস্থা/কোম্পানিসমূহের আর্থিক সক্ষমতা, ভোক্তার স্বার্থ, সরকার তথা জনগণের ভর্তুকি প্রদানের ক্ষমতা, জ্বালানি সেক্টরে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং সর্বোপরি এ সেক্টরে আর্থিক শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে কমিশন মূল্যহার সমন্বয় করে আসছে।

নিম্নবিত্ত আবাসিক গ্রাহকদের জন্য লাইফ-লাইন মূল্যহার প্রবর্তন

কমিশন সকল শ্রেণির ভোক্তার স্বার্থ এবং দরিদ্র ও নিম্নবিত্তের ওপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি না হওয়ার বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আবাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর জন্য লাইফ-লাইন বিদ্যুৎ ব্যবহার ১-৫০ ইউনিট পর্যন্ত নির্ধারণ করেছে। সর্বশেষ ঘোষিত ট্যারিফে এ গ্রাহকদের মূল্যহার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। কমিশনের এ পদক্ষেপের ফলে গরীব ও নিম্নবিত্ত আবাসিক গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল অপরিবর্তিত রয়েছে।

বেঞ্চমার্ক প্রাইসিং পদ্ধতি চালুকরণ

ব্যক্তিখাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্বার্থে কমিশন বেঞ্চমার্ক প্রাইসিং পদ্ধতি চালু করেছে। অন্যান্য জ্বালানি যেমন -গ্যাস, ফার্নেস অয়েল, কয়লা, দ্বৈত জ্বালানি (গ্যাস, ফার্নেস অয়েল) এর জন্য বেঞ্চমার্ক প্রাইসিং নির্ধারণ করেছে। দেশীয় ও বিদেশি ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ যাতে সহজে বিদ্যুৎ উৎপাদনে নিয়োজিত হতে পারে সেজন্য এ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এটি একটি সাহসী ও বৈপ্লবিক পদক্ষেপ যা এ উপমহাদেশে প্রথম।

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন

২০০৯ সালের ৩০ জুলাই জারিকৃত কমিশন আদেশের মাধ্যমে তেল ও গ্যাস উত্তোলন ও উৎপাদনের জন্য দেশীয় কোম্পানিসমূহের অনুকূলে অর্থায়নের জন্য অর্থ-সংস্থান করা এবং জরুরি প্রয়োজনে কূপ খনন করার জন্য গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হয়। গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১,৪৯০.০০ কোটি টাকা এবং জুন ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত মোট ৯,১৮৫.৯৫ কোটি টাকা সংগৃহীত

হয়েছে। গ্যাস উন্নয়ন তহবিল থেকে ২০১০-১১ হতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ৬,৭৪৬.৭১ কোটি টাকার মোট ২৯টি প্রকল্প চূড়ান্ত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৭টি প্রকল্পে মোট ২,৯৫৭.৪২ কোটি টাকা গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে ছাড় করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড গঠন

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পাইকারি (বান্ধ) পর্যায়ে বিদ্যুৎ এর বিদ্যমান গড় মূল্যহারের ৫.১৭ শতাংশ পরিমাণ অর্থ দ্বারা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন ১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে কার্যকর করে ‘বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড’ গঠন করেছে। উক্ত ফান্ডে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৫,৯৬২.৫৪ কোটি টাকা। এ ফান্ডের অর্থায়নে বিউবো কর্তৃক বিবিয়ানায় ৪০০ মেগাওয়াট (১০%) ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস ভিত্তিক কন্সাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ২,৫০৮.৪৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এছাড়া, পায়রা ১,৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পটি স্থাপনের জন্য ১,১৮৪.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল গঠন

গ্যাসের বর্তমান মজুদ দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় দেশের ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা বিধানকল্পে গ্যাসের সম্পদ মূল্য বিবেচনায় গ্যাসের বর্ধিত মূল্যহার হতে ঘনমিটার প্রতি ১.০১ টাকা পরিমাণ অর্থ দ্বারা ১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ থেকে কার্যকর করে কমিশন আদেশের মাধ্যমে ভোক্তা স্বার্থে ‘জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল’ গঠন করা হয়েছে। উক্ত তহবিলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫,২২৫.১৬ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে, যা তহবিলের রূপরেখা ও বিনিয়োগ নির্দেশাবলী অনুযায়ী জ্বালানি খাতের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন

ইউটিলিটি সংস্থাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে একই মানদণ্ডে আর্থিক হিসাব বিবরণী তৈরীর জন্য Uniform System of Accounts প্রবর্তনের উদ্যোগ কমিশন গ্রহণ করেছে। কমিশন পাইলট স্কিম হিসেবে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড-এ এটি চালুর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে বিষয়টির আশানুরূপ অগ্রগতি হয়েছে। এতে এ সেক্টরের আর্থিক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।

লাইসেন্স প্রদান

কমিশন ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২৯২টি বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স প্রদান (নবায়নসহ) করেছে। পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থ মজুদকরণ, বিপণন ও বিতরণ এর জন্য ২৭১টি লাইসেন্স প্রদান (নবায়নসহ) করেছে। এছাড়া গ্যাস সঞ্চালন, বিতরণ, মজুদকরণ এবং কনডেনসেট মজুদকরণ এর জন্য ১৮০টি লাইসেন্স প্রদান (নবায়নসহ) করেছে।

ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ

এনার্জি সেক্টরে ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কমিশন নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। কমিশন কর্তৃক নিয়মিত আউটরিচ প্রোগ্রাম, উন্মুক্ত সভা ও গণশুনানির মাধ্যমে স্বচ্ছ ও যৌক্তিক ট্যারিফ নির্ধারণ, গ্রাহক হয়রানি রোধ, ভৌতিক বিল প্রতিরোধ, প্রি-পেইড মিটার স্থাপন, মোবাইল বিলিং পদ্ধতি, অনলাইন গ্রাহক সেবা, বার্ষিক বিল পরিশোধ প্রত্যয়নপত্র চালুসহ নানা ধরনের রেগুলেটরি কার্যক্রমের ফলে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। গ্রাহক সেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিইআরসি কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে আউটরীচ প্রোগ্রাম চলমান আছে। গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মুন্সিগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ ও সিলেট জেলায় বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের ভোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।